বি. এন. রায় প্রযোজিত

পলাতক ফিরিঙ্গি

রচনা ও পরিচালনা

সুনীল ব্যানার্জী

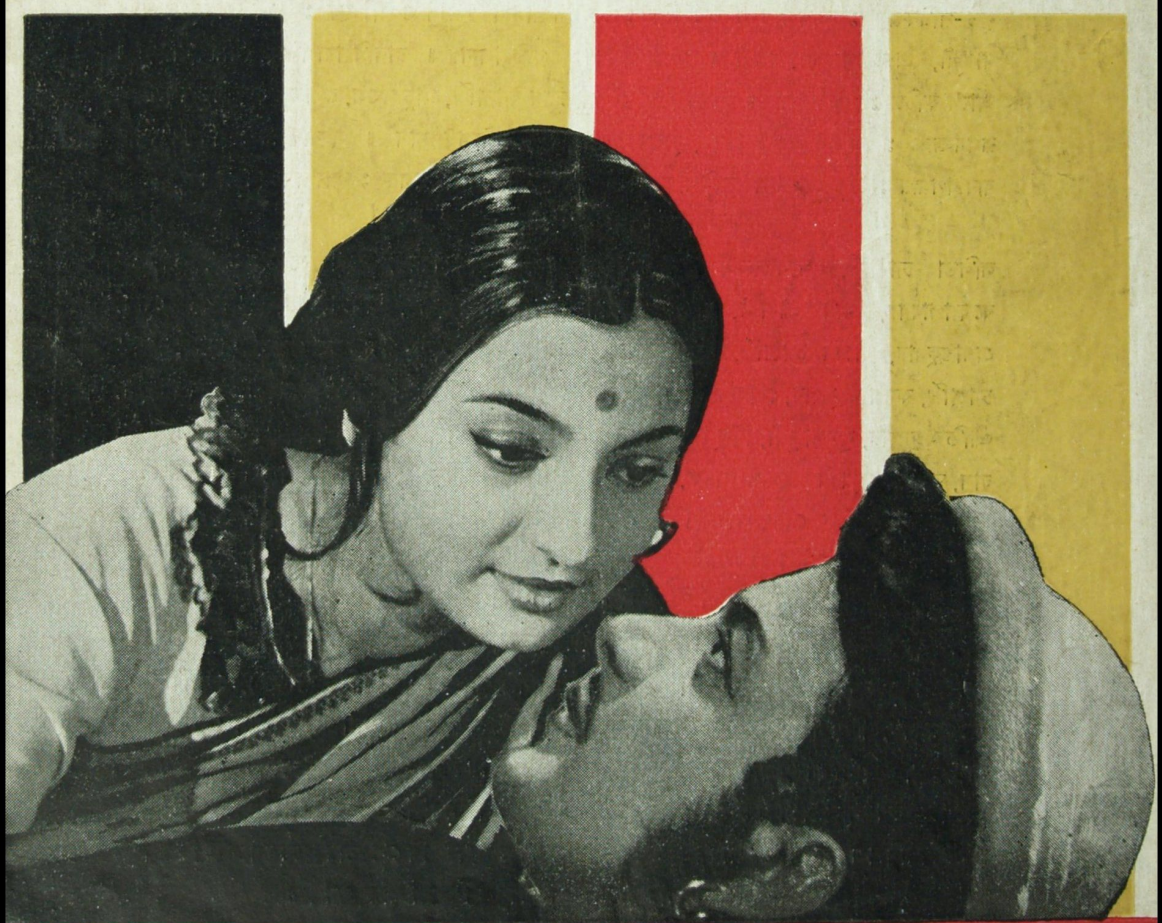

বি-এন রায় প্রযোজিত

এন্টনী ফিরিঙ্গী

রচনা পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত : অনিল বাগচী

আলোকচিত্র : বিজয় ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জি, বাণী দত্ত, অনিল দাসগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জি ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ প্রধান-সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি ॥ সম্পাদনা : রাসবিহারী সিংহ ॥ রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী ॥ সাজসজ্জা : গণেশ মণ্ডল ॥ ব্যবস্থাপনা : মদন দাস ॥ পটশিল্পী : জগবন্ধু সাউ, বিশ্বনাথ ॥ সাজ-সজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জি, ধীরেন্দ্র নাথ গুহ ॥ আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, প্রভাষ ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, শম্ভু মুখার্জী, নিতাই দাস, অভিমন্যু, সুদর্শন, দুঃখী, সুভাষ, কাশী, রাম ॥ গীতরচনা : প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ কণ্ঠসঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মালবিকা, কানন, রুমা, গুহঠাকুরতা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর বাগচী আলোক বাগচী, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, ছায়া দে, স্বপন রায়, শ্যামল চক্রবর্ত্তী, সলিল মিত্র ॥ ঐক্যতান : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ প্রধান কর্ম্মসচিব : রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সংগঠনে : রবি রায় চৌধুরী, হরিপদ ঘোষ, সোমনাথ রায়, রথীন্দ্রনাথ কুমার ॥ নৃত্য-পরিকল্পনা : রবি দাস ॥ কর্মসচিব : কৈলাস বাগচী ॥ রূপ ও পরিচ্ছদ : ও সি গাঙ্গুলী, প্রণব গাঙ্গুলী, প্রণয় গাঙ্গুলী, কবরী ॥ সহকারীগণ : পরিচালনায় ॥ রাসবিহারী সিংহ, গৌর ভাদুড়ী ॥ আলোকচিত্র : পঙ্কজ দাস ॥ শব্দধারণে : ঋষিকেশ ব্যানার্জি, পাঁচু মণ্ডল, রথীন ঘোষ, ধীরেন নস্কর ॥ রূপসজ্জায় : অনাথ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, নিতাই দাস ॥ সম্পাদনায় : চিত্ত দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : ত্রৈলোক্য দাস অনিল, লক্ষ্মী ॥ সহযোগী-সঙ্গীত-পরিচালক : আলোকনাথ দে ॥

রূপায়ণে : **উত্তমকুমার * তনুজা**

ললিতা চ্যাটার্জি, অসিতবরণ, ছায়াদেবী, হরিধন, বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, জীবেন বোস, প্রশান্তকুমার, বীরেন চ্যাটার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, শ্যাম লাহা, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, কমল মজুমদার, সোমা চৌধুরী, মন্মথ মুখার্জি, মুকুন্দ চ্যাটার্জি, অমিয় চক্রবর্ত্তী, প্রমথ গাঙ্গুলী, প্রীতি মজুমদার, বুবু গাঙ্গুলী, বিজু মিত্র, খগেন চক্রবর্ত্তী, সমরকুমার, জয়নারায়ণ, সুশীল চক্রবর্ত্তী, সুশীল দাস, অশোক মুখার্জী খগেন পাঠক, অসিত চৌধুরী নন্দ ব্যানার্জি, নির্মল ভট্টাচার্য্য আশা দেবী, মীনা বাই, ডেরিক রোচ, এম পিটার্স, আর ডানিয়ালস, এম, রিডলার, জে ডালা, এ এল বোরগোমহা নিও ডানিয়ালস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীমতী অশোকা রায়।

মণ্টু বসু (বসুশ্রী) মহারাজা কাশিমবাজার, সৌমেন্দু রায়, অনিল গুপ্ত, টালিগঞ্জ গলফ ক্লাব, রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব, এস কে দত্ত (নিউ মার্কেট), এস্-পি কুণ্ডু এণ্ড সন্স (নিউ মার্কেট), জ্যোতি লাহা, মিঃ ফরম্যান, মিসেস দে, প্রফুল্ল কুমার বাজপেয়ী, কলিকাতা ফায়ার সার্ভিস, দাসরথী চৌধুরী, ডেলু নাগ, এস, এন, সরকার, অজিত বোস ॥ প্রচার পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ স্থির-চিত্র ক্যাপস্-ফটোগ্রাফী : তারা দাস ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ ষ্টুডিও সাপ্লাই কোঅপারেটিভ ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও-এ আর সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর বি মেহেতার তত্ত্বধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারীতে পরিস্ফুটিত ॥ পরিবেশক : ছায়ালোক প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

ফরাসডাঙ্গায় মুর্শিদাবাদের নবাবজাদার বাগানবাড়ীতে নতুন এক বাঈজী এসেছে। নাম শাকিলা। বাঈজীর রূপ যেমন, কণ্ঠও তেমনি অপূর্ব্ব। ফরাস ডাঙ্গায় রসিকমহলে রীতিমত গুঞ্জন সুরু হতে থাকে।

গঙ্গার ধারে আটচালার গাঁজার আড্ডায় নতুন বাঈজীকে নিয়ে আলোচনা চলে। গাঁজার আড্ডায় সভ্যদের মধ্যে রয়েছে নিমাই, ত্রিলোচন, ক্ষেত্রমোহন এবং আরও অনেকে। আর একজন বিশিষ্ট সভ্য রয়েছে—এন্টনি সাহেব। Hansman Antony। বাবা পর্ত্তুগীজ। মা বাঙ্গালী। Antony মায়ের ভাষায় সুন্দর কথা বলতে পারে। আর পারে সুন্দর গান গাইতে। শ্রুতিধর—যা শোনে তাই তার কণ্ঠে তুলে নেয়। মা মারা যাবার পর থেকে মন মরা হয়ে রয়েছে এন্টনি।

বন্ধুরা বলে —চল না সাহেব বা গা ন বা ড়ী তে বাঈজীর গান শুনে আসি। গানের নামে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় এন্টনি—শাকিলা বা ঈ জী র কাছে। কিন্তু বাঈজী গান শোনাতে রাজী হয় না। দিন কেটে যায়। ফরাসডাঙ্গায় বাগানবাড়ীতে রাত্রে রোজই গান করে শাকিলা। সে গান লুকিয়ে

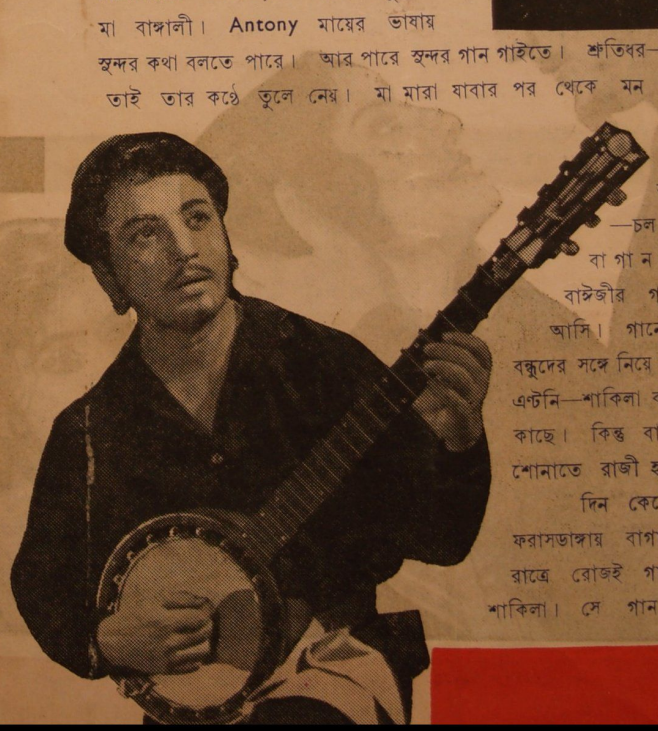

শোনে এণ্টনি। শাকিলা জানতে পারে না।

কিছু দিন পরে গোঁদলপাড়ার জমিদারদের বাড়ীতে এক বাঈজী আসে গান শোনাতে। এণ্টনি সদল বলে সেখানে উপস্থিত। গানের বিষয় নিয়ে—বাঈজীর ওস্তাদের সঙ্গে তর্ক বাধে এণ্টনীর।

বাজী রেখে এণ্টনী সেখানে গান গায়। হুবহু শাকিলার গাওয়া গান। শাকিলার পরিচারিকা উপস্থিত ছিল সেই আসরে। সে এসে শাকিলাকে জানায় সমস্ত ঘটনা। শাকিলা আশ্চর্য্য হয়। ডেকে পাঠায় এণ্টনীকে তার কাছে।

এণ্টনী আসে। সুরু হয় তাদের মেলামেশা। তারপর মন দেয়ানেয়া। এণ্টনী জানতে পারে শাকিলার জীবনের ইতিহাস। শাকিলা ছিল ব্রাহ্মণ কন্যা নিরুপমা। বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে যাবার কথা তার। সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল গ্রামের এক যুবক। কিন্তু যে রক্ষক সেই হয়েছিল ভক্ষক। তার পাশবিক কামনা চরিতার্থ করে নিরুপমাকে বিক্রী করে দিয়েছিল কলকাতার এক বাঈজীর কাছে। সেই থেকে নিরুপমা বাঈজী।

এণ্টনী বলে তোমাকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধবো। তারা চলে আসে গৌরহাটীতে। অনাবিল আনন্দের ভেতর দিয়ে দিন কাটে তাদের। ইতিমধ্যে এণ্টনী—কবিগানে আকৃষ্ট হয়। নিরুপমা দেয় তাকে উৎসাহ। নিজের সর্ব্বস্ব

খুইয়ে এণ্টনীকে করে তোলে বিখ্যাত কবিওয়ালা। এণ্টনী কবিওয়ালা তখনকার দিনের বড় বড় কবিওয়ালাদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

এমনি এক নিরবিচ্ছিন্ন সুখের দিনে নিরুপমা জানায় এণ্টনীকে যে, সে মা দুর্গার পূজা করবে। এণ্টনী বলে, বেশ তো। পূজার তোড়জোড় চলে। ইতিমধ্যে শোভাবাজারের রাজার আহ্বানে এণ্টনি চলে আসে—কলকাতায় কবিগান করতে। কথা থাকে পূজার দিন সে ফিরে আসবে নিরুপমার কাছে।

ফিরেও সে আসে। কিন্তু যখন ফিরে আসে তখন দাউ দাউ করে আগুন জলছে তার কুটীরে। ম্লেচ্ছ দুর্গাপূজা করবে এ স্পর্দ্ধা গ্রামের লোকেরা কোনমতে বরদাস্ত করতে পারেনি। এণ্টনীর বাড়ীতে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে।

লেলিহান আগুনের শিখা ভেদ করে এণ্টনী যখন নিরুপমাকে বের করে নিয়ে এলো তখন তার শেষ নিশ্বাস পড়তে শুধু বাকী। একবার তাকাল সে এণ্টনির মুখের দিকে। তারপর ঢলে পড়লো তার কোলে। এণ্টনির সঙ্গে সারা প্রকৃতিও যেন কেঁদে উঠলো আর্তনাদ করে।

সঙ্গীত

(১)

এণ্টনির গান

I am the night
You are the moon
Beaming with joy and grace
I am a pool
With my arms of waves
I hold vour Smiling face.

আমি যামিনী তুমি শশী হে
ভাতিছ গগনমাঝে
মম সরসীতে তব উজ্জ্বল প্রভা
বিস্মিত যেন লাজে।
তোমায় হেরিগো স্বপনে শয়ানে
তাম্বুল রাঙা বয়ানে।
মরি অপরূপ রূপ মাধুরী
বসন্ত-সম বিরাজে
তুমি যে শিশিরবিন্দু
মম কুমুদির বক্ষে
না হেরিলে ওগো তোমারে
তমসা ঘনায় চক্ষে
তুমি অগণিত তারা গগনে
প্রাণবায়ু মম জীবনে
তবনামে মম প্রেম মুরলী
পরাণের গোঠে বাজে ॥

(২)

শাকিলা ও এণ্টনির গান

চম্পা চামেলী গোলাপেরই বাগে
এমন মাধবী নিশি আসেনি তো আগে
চাঁপার আতর মেখে কোয়েলা উঠিছে ডেকে
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা ভরা অনুরাগে।
যত কথা প্রাণে ছিল গীতি হয়ে যায়
সুর যেন মালা হয়ে কণ্ঠে জড়ায়
হৃদয়ের কুঞ্জমাঝে রাধার নূপুর বাজে
জীবনের মধুবনে মধুঋতু জাগে।

(৩)

শাকিলা ও এণ্টনির গান

আমি যে জলসাঘরের বেলোয়াড়ী ঝাড়
নিশি ফুরালে কেহ চায়না আমায়
জানি গো আর।
আমি যে আতর ওগো আতরদানে ভরা
আমারই কাজ হ'ল যে গন্ধে খুসী করা
কে তারে রাখে মনে ফুরালে হায় গন্ধ যে তার।
হায়গো কি যে আগুণ জ্বলে বুকের মাঝে
বুঝেও তবু বলতে পারিনা যে
আলেয়ার পিছে আমি মিছেই ছুটে
যাই বারে বার।

(৪)

ভোলার গান

ময়মনসিংহের মুগ ভাল
খুলনার ভাল খই
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর
বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল
মালদহের আম
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ
মুর্শিদাবাদের জাম
রংপুরের শ্বশুর ভাল
রাজসাহীর জামাই
নোয়াখালির নৌকা ভাল
চট্টগ্রামের ধাই।

(৫)

শাকিলার গান

ঘিরি ঘিরি আয়ে কাল বদরিয়া
জিয়া নাহি আয়ে ম্যায় কা কর গুঁইয়া
দাদুর মোরে পাপিয়া বোলে
মুঝে দিলহান্ কা
জিয়ারা দোলে

(৬)

ভোলার গান

কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন
এখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা
চৌদিকে তার বাঁশের বন
ও বেটা জগা ধোপা খোসামুদে
অধিক বলব কি
তপ্তভাতে বেগুন পোড়া
পান্তা ভাতে ঘি
ও বেটা কবি গাইবি পয়সা নিবি
খোসামোদের কি কারণ।

(৭)

ঠাকুরদাস—শুনহে এণ্টনি তোমায় একটি কথা কই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে
কেন কুর্ত্তা নেই।
শুনহে এণ্টনি সাহেব ওহে মহাশয়
চড়ুইকে কি কাল রঙে ডুবিয়ে নিলেই নয়
তার পায়ে ধরে সাধিলেও
কোকিল সে কি হয়।
এণ্টনি—এই বাংলায় বাঙালীর বেশে
আনন্দেতেই আছি
হয়ে ঠাকুরসিংহের বাপের জামাই
কুর্ত্তা টুপী ছেড়েছি।
কুর্ত্তাছাড়া দেখ্‌না আমার
এইতো খালি গা
দিইনি টুপী মাথায়
দেখি দিস্ কেমনে পা
দল—নইলে মাথা খা, মাথা খা মাথা খা।
ঠাকুরদাস—সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে
মাথা মুড়লি
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেল
গালে দেবে চূণকালি।
এণ্টনি—ও খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছুই
ভিন্ন নেইরে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এ কথাতো শুনি নাই
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙা চরণ পাই।

(৮)

জনৈক করিয়ালের গান

কহ দেখি সখি রাধারে কেন
মা—রাধা কেউ বলে না
শ্রীমতী বটে সজনী সে
প্রকৃতিরূপে প্রধানা।
যদি ভাবি মনে
মা বলি বদনে
জড়তা হয় রসনা।
যে সীতা সে রাধা ব্রহ্মরূপিনী
একই জানি দুইজনা।

(৯)

ভোলা ও এণ্টনির গান

ভোলা—কেউবা করছন ব্যারিষ্টারি
কেউ বা করছেন ম্যাজিষ্টারি
এলেমের জোরে
কেউ বা করছেন জজ গিরি।
আর এ বেটা পূজোর বাড়ি
ভূজোর লোভে নাচতে এসেছে।
পেদ্রু ফিরিঙ্গির বেটা পেরু কাটা
বেটা ছিল ভাল সাহেব ছিল
হ'ল বাঙালী
আর কবির দলে এসে মিলে পেটের
কাঙালী।
জন্ম যেমন যার কর্ম্ম তেমন তার
ও বেটা ভেড়ের ভেড়ে নিমক ছেড়ে
কবির ব্যবসা ধরেছে।
এণ্টনি—যে শক্তি হতে উৎপত্তি
তোমার পত্নীর কি কারণ
কহ দেখি শুনি
এর বিশেষ বিবরণ
সমুদ্রমন্থনকালে বিষপান করেছিলে
তখন ডেকেছিলে দুর্গা বলে
সেদিন কি ভুলে তাহারে
বলেছিলে জননী।

ভোলা—আমি সে ভোলানাথ নইরে
সে ভোলানাথ নই
আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা
বাগবাজারে রই
আমি যদি সে ভোলানাথ হই
সবাই ভজে ভোলার চরণ
আমার চরণ পূজে কই।
এণ্টনি—প্রশ্নটা যে এড়িয়ে গেলি ওরে ভোলানাথ
ভেবেছিস্ উল্‌টো পাল্‌টা কথা বলে
করবি আসর মাত
শোনরে ভোলা ওরে আমি
একটি কথা বলি
নিজের ফাঁদে পড়ে এবার
নিজেই যে তুই ম'লি
জয় জয়া যোগেন্দ্রজায়া
অসীম দয়া তাঁর
সেই চরণে ঠাঁই নিস তো,
(ভোলা) তবেই হ'বি পার।
ভোলা—তুই জাত ফিরিংগি
জবর জংগি
পারবে না মা ত্বরাতে
শোন্‌রে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট
তুইরে নষ্ট মহাদুষ্ট
তোরকিইষ্ট কালিকৃষ্ট
ভজ্‌গে যা তুই যীশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গীর্জাতে।
এণ্টনি—সত্য বটে আমি
জেতেতে ফিরিংগি
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী।
ভোলা—দারোগারই চেয়ে দেখছি
চৌকিদারের হাঁক বেশী।
সূর্য্য থে'ক বালিরই তাপ
অধিক সে ভাই কোনদেশী
সানাইটা না গর্জ্জে যত
তর্জ্জে যে তাপ পোঁ-এর দল
বালুচরেও দাঁড়িয়ে বলে
হ্যাঁ, এখানেই হাঁটু জল।

এণ্টনি—জয় হ'লতোমার ভোলা
কার সাধ্য তোমায় হারাতে
এবার তুমি থাক গিয়ে
ফুলবাবুদের পাড়াতে
স্বয়ং বিদ্যে সাগর মশাই
তোমায় ঠাঁই দিয়েছেন মাথাতে
তোমার মত কবি কে আর
আছে এ কলকাতাতে
আমার জন্য থাকুক না হয়
শুধুই কাঁটার জ্বালা
সভার মাঝে তোমার গলায়
পরিয়ে দিলাম মালা।

(১০)

এণ্টনি—মগো, তুমি আমায় দয়া করবি কিনা বল
বলমা মাতঙ্গী
আমি ভজন সাধন জানিনে মা
জেতেতে ফিরিংগি।
কৃপা কর মা শক্তি দে মা
প্রাণে আমার শক্তি দে মা
আমি চাইনা অসি দে তুই বাঁশী
ও মা রণরঙ্গী।

(১১)

নিরুপমার গান

আমি তটিনী-সম তোমারই সাগরে
মিশে যাই
তুঁহুঁ মম মন প্রাণ হে।
তব মধুপের প্রেম কুসুমে আমার
খুঁজে পাই।
তুমি জীবনে মরণে থাক হে
পরাণে আমার রাখ হে
তব গানে মম অন্তর ভরে নিতে চাই।
আমি যুগযুগান্ত ধরিয়া
তোমারই মাঝারে মিশিয়া রয়েছি
জনম জনম ভরিয়া
ওগো জীবনে আমার আসিলে
আমারে যে ভাল বাসিলে
তুমি বিনা যেন এ আমির
কোনও গতি নাই।

(১২)

এণ্টনি ও যজ্ঞেশ্বরীর গান

জয়া যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া
অসীম মহিমা তোমার
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে
যে ডাকে তোমায়
তুমি তাকে কর
ভবসিন্ধু পার।

এণ্টনি—এ শুক বলে শারীরে তোর রাধার খবর বল
ছল করে সে কখন ঘাটে আনতে যাবে জল রে
আনতে যাবে জল।

যজ্ঞেশ্বরী—শারী বলে, ওরে শুক প্রশ্ন বটে তার
যার লাগি রাই চুরি করে সেই সে বলে চোর রে।
সেই সে বলে চোর।

এণ্টনি-এই জানি ওরে তোর রাধা যে দিনকে করে রাত
চোরের ওপর গোসা করে মাটীতে খায় ভাত।
যজ্ঞেশ্বরী হ'ল কুপোকাত।

যজ্ঞেশ্বরী—নিলাজ নিঠুর কৃষ্ণ নাগর চালাক চতুর খুব
আমার রাইকে ক'রে কলঙ্কিণী রস সাগরে ডুব
দেয় রস সাগরে ডুব।

এণ্টনি—খবরদার, শ্যামকে আমার দিস্‌নেরে দোষ খালি
মনে রাখিস, এক হাতেতে বাজেনালো তালি রে।
বাজেনালো তালি।

যজ্ঞেশ্বরী—জেনে রাখ, কেষ্ট যে তোর ভীমরুলেরই হুল
রাই কমলের মধু খেলে, ভাঙলো রাই-এর কুলরে
ভাঙলো রাই-এর কুল।

এণ্টনি—আরে এ কথাতো সবাই জানে হয়লো মধুফুলে
কেন হয়লো মধুফুলে
তোর রাই ঘোমটা দিয়ে নাচবে খ্যামটা
জাতও যাবে ছুঁলে
আবার জাতও যাবে ছুঁলে।

যজ্ঞেশ্বরী—সবাই জানে কেমন রে তোর শ্যামের
ভালবাসা
পিরীতি নয় পদ্মপাতায় ওযে ব্যাঙের বাসারে
ওযে ব্যাঙের বাসা

এণ্টনি—বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকিলেই রাধার পোয়া বারো
চলতে পথে নূপুরধ্বনি যায় না কানে কারও
ওরে যায় না কানে কারও।

যজ্ঞেশ্বরী—শারী বলে, প্রেমের কথা তুলিসরে তুই যদি
মনে রাখিস পুরুষেরই প্রেম যে মজা নদীরে
প্রেম যে মজা নদী।

এণ্টনি—শুক বলে, মজানদীর ঐতো মজা হায়
হোথায় ঝাঁপ দিয়েও তো তোর রাধিকার
জীবন বেঁচে যায়
হোথায় জীবন বেঁচে যায়।

যজ্ঞেশ্বরী—জেনে রাখ সর্ব্বজনে আমায় দোষ
দিও না শেষে
ফিরিংগিটা বেজায় চ্যাটা আমায় জ্ঞান দিচ্ছে এসে।

এণ্টনি—আরে অন্য কথা বলিস ক্যানে
আসল কথা ছেড়ে
ওরে যজ্ঞেশ্বরী ডুবলো তরী গেলি যে তুই হেরে রে

(১৩)

লক্ষ্ণৌ-র বাঈজীর গান

সোহনী সুরত হোত শাস্ত্রমত
চরম প্রহর নিশ মেল করত মার বাকো
গুণীজন পঞ্চম বিরহীত।
ধৈবত বাদী তার সুর চমকত
ধগ সোঙ্গত নিত চতুর মনহরত।
দীম তানানা দির দির তানোম তাদেরে না
তা নানা দেরে না দীনতা দিরদির দির দিন
তানা দির দির তানা তুন্দ্রে তাদারে
তদ্রেদানি দীম তানানা না না দির দির দির দির
দির দির দানি॥
না দির দির তা না না না না তুন্দ্রেদ্রিতা
না না না না
তা দীম দীম তা নানা নানা তাদীম দীমতা
না না না না
তাদীম দীম তা নানা তাকিট তাকিট তাক
ধুঁগ্ ধুঁগ ধিতা তিটি কতা গদি ঘিনি ধা
তিটি কতা গদি ঘিনি ধা
তিটি কতা গদি ঘিনি ধা।

ANTONY FIRINGI

(Synopsis)

In the garden house of Farasdanga (Chandannagar) of a wealthy Muslim gentleman from Murshidabad, the presence of a "Baiji" (Songstrees) evokes considerable interest in the locality. The name of the baiji is Shakila Begum. She is as beautiful as her voice is sonorous. The information goes round that she has come from Calcutta.

By the Ganges there is a sort of thatched roof. Here some of the village folks assemble and pass time in gossip and merriment. These folks have a very respectable guest and friend, whose name is Antony. Hansman Antony - so goes the name of this young lad-is born of a portugeese father and a Bengali Christian mother. Antony can speak beautifully in the language of his mother although a certain foreign accent is discernable in his intonnation. Moreover, Antony has a very beautiful singing voice and he has the power to imitate and render any song he listens only once or twice.

After the death of his mother Antony loses his usual exhuberant self. He roams about aimlessly losing all interest in life The village folks, his friends, become very much apprehensive. They decide to take him in the garden house where Shakila Begum lives. But this plan misfires as Shakila refuses to give any demonstration of her song.

Then an incident occurs, which changes the course of event completely. A songstrees from Lucknow comes to the house of the Zemindar of Gondalpara for musical demonstration. Antony with his village friends attends the "Majlis." After the song by the songstress Antony enters into a row with the songstrees'es "Ostad, over some technical aspects of the song. And in the process he sings to demonstrate the truth of his assertion. The Song, he sings, is of Shakila Begum. A maid servant of Shakila Begum present in that musical demonstration, reports the matter to her, and Shakila calls for Antony. Antony comes. From now onwards they meet often and this leads to love. Antony comes to know from Shakila her life. She was a Bengalee Brahmin Girl. She was to sacrifice her life in the funeral pyre of her old husband with whom she was forced to be united in wedlock due to her father's stringent pecuniary condition. Nirupama was saved at the Zero hour by a village lad, who promised to marry her and build a happy home Ultimately, however, he, did not keep his promise and defiling her virginity he took her to Calcutta and sold her to a Baiji. And in that house of the baiji Nirupama grew up to become a Songtress.

Antony hears all these. He says—I will marry you and build a home. This time Shakila, who is now again Nirupama, believes in Antony's sincerity They get married and comes to settle at Gourhati a village a few miles off from Farasdanga. Here Antony attends a "Kabigan Ashar" one day and becomes interested in Kabigan.

To Nirupama he expresses his determination to become a Kabiwallah. Nirupama gives him every encouragement and through her inspiration Antony becomes a top Kabiwallah.

Their life passes through happiness and contentment. Nirupama expressed her desire to Antony that they will perform 'Durgapuja' Arrangement for the puja goes on space, when Antony is invited to Calcutta to sing against Bhola Moira the then Stalwart Kabiwallah of Bengal. Antony goes to Calcutta with this assurance to Nirupama that he will return on the day of puja.

Antony defeats Bhola Moira and return to Gourhati. But when he returns he finds his happy rest in flames.

Printed by : National Art Press, Calcutta-13.

ছায়ালোকের পরিবেশনায় —

সুবোধ ঘোষের 'আবিষ্কার' গল্প অবলম্বনে
ফিল্মক্রাফটের দ্বিতীয় নিবেদন

পঞ্চশর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা / অরূপ গুহঠাকুরতা ॥
সঙ্গীত পরিচালনা / হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥

অভিনয়ে / অনিল চট্টোপাধ্যায় • রুমা গুহঠাকুরতা
রবি ঘোষ • জহর রায় • সুমিতা সান্যাল • অনুভা গুপ্তা
কনিকা মজুমদার • সীতা মুখোপাধ্যায় • ব্রতীন ঠাকুর
ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ॥